বিশ্বাসীর জীবনে সমস্যা ও তার মুকাবিলা

প্রথম শমূয়েল ৯ অধ্যায় ৯-১৮ পদ

আজ থেকে আমরা প্রথম শমূয়েল পুস্তক থেকে শিখব। পুরাতন নিয়মের ৩৯ টি পুস্তককে সাধারণতঃ ৪টি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে: (১) ৫টি বিধান পুস্তক বা মোশির পঞ্চ পুস্তক (আদি-২য় বিবিরণ), (২) ১২টি ইতিহাস পুস্তক (যিহোশূয়-ইষ্টের), (৩) ৫টি কাব্য পুস্তক (ইয়োব-পরমগীত), এবং (৪) ১৭ টি ভাববাদী পুস্তক- ৫টি বড় ভাববাদী পুস্তক (যিশাইয়-দানিয়েল) এবং ১২টি ছোট ভাববাদি পুস্তক (হোশেয়-মালাখি)। তাই প্রথম ও দ্বিতীয় শমূয়েল পুস্তক দুটি পুরাতন নিয়মের ১২টি ইতিহাস পুস্তকের মধ্যে দুটি অন্যতম প্রধান পুস্তক। এই দুটি পুস্তক লেখার উদ্দেশ্য হল ইব্রীয়দের রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিবরণ দেওয়া। তাই, এই দুটি পুস্তকে প্রাথমিকভাবে তিনজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে ইস্রায়েলের ইতিহাসকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে: (১) ইস্রায়েলের শেষ বিচারক তথা রাজা-প্রস্তুতকারী *(king-maker)* শমূয়েল, (২) ইস্রায়েলের প্রথম রাজা শৌল, যে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের চুক্তির প্রতি অবিশ্বস্ততার দ্বারা স্বৈরশাসকে রূপান্তরিত হয়েছিল, এবং (৩) প্রকৃত ঈশতান্ত্রিক *(theocratic)* রাজা দায়ূদ, যার দ্বারা সেই সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়, যা প্রায় তিন শতাব্দী ধরে রাজত্ব করে। ইস্রায়েলের উপর ঈশতন্ত্র থেকে রাজতন্ত্রে পরিবর্তনের ইতিহাস এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ঈশতন্ত্রের যুগে স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের প্রয়োজন অনুসারে তাদের জন্য ক্রমান্বয়ে নেতাদের দিয়েছেন; কিন্তু এখন থেকে সেই নেতৃত্বদানের অধিকার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে চলেছে ও তা নেতাদের উত্তরাধিকারীরা ভোগ করতে চলেছে।

হিব্রু বাইবেল সংকলনের প্রথম দিকে প্রথম ও দ্বিতীয় শমূয়েল পুস্তক দুটি পৃথক পুস্তক ছিল না, একটিই পুস্তক ছিল; যেমন প্রথম ও দ্বিতীয় রাজাবলিও একটি পুস্তক ছিল। কিন্তু মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরের ইহূদীরা যখন এদের গ্রিক অনুবাদ *(Septuagint)* করে, তখন তারা শমূয়েল ও রাজাবলিকে একসঙ্গে ''রাজ্য'' *(books of kingdoms)* পুস্তক নাম দেয় ও ৪টি ''রাজ্য'' পুস্তক (১ম, ২য়, ৩য় ৪র্থ রাজ্য পুস্তক) তৈরী করে। কিন্তু পুরাতন নিয়মের ল্যাতিন অনুবাদে *(Vulgate)*, প্রথম দুটি রাজ্য পুস্তককে ১ম ও ২য় শমূয়েল, এবং শেষ দুটি রাজ্য পুস্তককে ১ম ও ২য় রাজাবলি নাম দেওয়া হয়, যা পাশ্চাত্যের প্রায় সমস্ত মণ্ডলীতে অনুসরণ করা হয়েছে। (কিন্তু প্রাচ্যের মণ্ডলী এখনও ১ম ও ২য় শমূয়েলকে ১ম ও ২য় রাজ্যপুস্তক, এবং ১ম ও ২য় রাজাবলিকে ৩য় ও ৪র্থ রাজ্যপুস্তক বলে থাকে)। ১৫২৭ খ্রীস্টাব্দে (*Bomberg* প্রকাশনে), পাশ্চাত্যের বাইবেলের অনুসরণে হিব্রু বাইবেলও শমূয়েল ও রাজাবলিকে দুটি করে পুস্তকে বিভক্ত করা হয়।

এখন হিব্রু বাইবেলে, বিচারকর্তৃগণ পুস্তকের পরেই প্রথম শমূয়েল পুস্তককে স্থান দেওয়া হয়েছে (যদিও আমাদের বাইবেলে সেই স্থান রূৎ অধিকার করেছে)। যাইহোক, ইস্রায়েলের ধারাবাহিক ইতিহাসকে চিন্তা করলে বিচারকর্তৃগণের পরে প্রথম শমূয়েলকেই স্থান দিতে হবে। আগামী দিনে ইস্রায়েলের জন্য রাজা উৎপন্নকারী শমূয়েলের কথা বলে ১ম শমূয়েল শুরু হয়েছে। এই সময় ইস্রায়েল বাইরে থেকে পলেষ্টীয়দের দ্বারা সম্পূর্ণ একঘরে হয়ে, তারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে ছিল। অন্যদিকে, তাদের নৈতিক ও ঈশতাত্ত্বিক চরম পরিস্থিতির কথা আমরা বিচারকর্তৃগণ পুস্তকের শেষ অধ্যায়গুলি থেকে পাই (১৭-১৮ অধ্যায়ে বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ধর্মীয় পরিস্থিতি এবং ১৯-২১ অধ্যায়ে নৃশংস বা বর্বরোচিত কাজ)। এইভাবে তাদের মধ্যে নেতৃত্বের অভাব ও সত্যভ্রষ্টতার ফলস্বরূপ যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তাকে বিচারকর্তৃগণ পুস্তক খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করে শেষ হয়েছে, ***''সেই সময় ইস্রায়েলের মধ্যে রাজা ছিল না, যার চোখে যা ভলো মনে হত, সে তাই-ই করত''*** (বিচার ২১:২৫)। বিচারকর্তৃগণ পুস্তক থেকে আমরা দেখতে পাই যে, ইস্রায়েল এই সময় একের পর এক তাদের প্রতিবেশি শত্রু রাষ্ট্রের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছে, তখন তারা ঈশ্বরের কাছে ক্রন্দন করেছে, ঈশ্বর তখন তাদের মাঝে বিচারকর্তাদের নিযুক্ত করেছেন; কিন্তু তারা যতকাল জীবিত থেকেছে, কেবল সেই সময়টুকু তারা স্বাধীনতা ভোগ করেছে, কারণ এই সময় তারা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

আবার পাপ করেছে এবং ঈশ্বর তাদেরকে পুনরায় শত্রুদের হাতে সমর্পন করেছেন। এই পদ্ধতিই ক্রমাগত পুনরাবৃত্ত হয়েছে।

এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তির জন্য অপেক্ষারত ইস্রায়েলের জীবনে ঈশ্বর শমূয়েলকে শেষ বিচারকর্তা বা তাঁর ভাববাদী করে প্রেরণ করেন, যার মাধ্যমে ইস্রায়েল "সেই ব্যক্তি" (১শমূয়েল ১৬:১২) তথা দায়ূদকে পেতে চলেছে, যে দায়ূদের মাধ্যমে ইস্রায়েলের পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। আবার, সেই দায়ূদের বংশ পরিচয় দেবার জন্য বিচারকর্তাদের সময়কার একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার কথা রূতের পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যার দ্বারা আমরা মোয়াবীয়া রূতের মাধ্যমে ওবেদ, যিশয় ও দায়ূদের জন্মের কথা পাই। অবশ্য ১ম শমূয়েল পুস্তক সরাসরি সেই দায়ূদের কথা বলে শুরু হয়নি, পরিবর্তে দায়ূদ আসবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তার আগমনের নিদারুণ প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে।

প্রথম শমূয়েল পুস্তক হান্না নামে একজন হাতভাগিনী বন্ধ্যা মায়ের কথা দিয়ে শুরু হয়েছে, কারণ ঈশ্বরের অনুগ্রহে সেই স্ত্রীলোক যে সন্তানকে জন্ম দিতে চলেছে, সেই শমূয়েল ঈশ্বরের মনের মতো ব্যক্তি দায়ূদকে অভিষিক্ত করতে চলেছে। আজ আমরা ১শমূয়েল ১ অধ্যায় থেকে হান্নার জীবনে সমস্যা ও তার মুকাবিলার শিখব; এবং তার মাধ্যমে ঈশ্বর কীভাবে আমাদের মাঝে কাজ করেন, তা দেখব।

১। সমস্যা (১-৮ পদ): বাইবেল হল আমার আপনার মতো সুখ-দুঃখের ভাগী সাধারণ মানুষের জীবনে ঈশ্বর কীভাবে কাজ করেছেন, তার কাহিনী। তাই, সেই সমস্ত মানুষের সমস্যা ও সেই সমস্যা সমাধানে ঈশ্বরের ক্ষমতার কথা এর প্রতিটি পৃষ্ঠায় আমাদের চোখে পড়ে। ১শমূয়েল পুস্তকটিও এর ব্যতিক্রম নয়। এই পুস্তক শুরু হয়েছে ইল্কানা নামে একজন ব্যক্তির কথা বলে। ১ পদে তার সম্মন্ধে বলা হয়েছে, ***"পর্বতময় ইফ্রয়িম প্রদেশের রামাথয়িম-সোফিমে বসবাসকারী ইল্কানা নামে একজন ইফ্রয়িমীয় ছিল, সে সুফের বৃদ্ধ প্রপৌত্র, তোহের প্রপৌত্র, ইলীহূর পৌত্র, যিরোহমের পুত্র।"*** এখানে যদিও শমূয়েলের পিতা ইল্কানাকে ইফ্রয়িমীয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু ১বংশাবলি ৬ অধ্যায়ে লেবীর যে বংশাবলি দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে ইল্কানার কথা বলা হয়েছে: সোফী-নহৎ-ইলীয়ব-যিরোহম-ইল্কানা-শমূয়েল (২৭-২৮ পদ)। অর্থাৎ, এখানে শমূয়েলকে লেবীর বংশধর হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখন, ১শমূয়েল ১:১ পদ ইল্কানাকে ইফ্রয়িমীয় বলা হয়েছে, কারণ রামাথয়িম-সোফিমে ছিল তার বাসস্থান। কিন্তু এই পদ ইল্কানার পূর্বপুরুষ বা বংশ সম্বন্ধে কিছু বলে না, কেবল তার বাসস্থানের কথা বলে। মোশির বিধান-পুস্তক থেকে আমরা জানি যে, লেবীর বংশধররা তাদের বংশের জন্য কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চল লাভ করেনি, কিন্তু তারা অন্যান্য বংশদের জন্য যে সমস্ত অঞ্চল দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে ছড়িয়ে থাকা ৪৮টি নগরে তাদের বসবাস করার অধিকার পেয়েছিল (গণনা ৩৫:৬-৭)। তাই, রামাথয়িম-সোফিমকে আমরা ইফ্রয়িম প্রদেশের একটি নগর হিসাবে চিন্তা করতে পারি, যা লেবীয়দের জন্য পৃথকীকৃত হয়েছিল। তাই, ইলকানা তথা শমূয়েল ১২ বংশের মধ্যে লেবীয় ছিল, কিন্তু তাদের বাসস্থান ছিল ইফ্রয়িমীয়দের প্রদেশে।

২ পদে বলা হয়েছে, ***"তার দুই স্ত্রী; একজনের নাম হান্না, আর একজনের নাম পনিন্না; পনিন্নার সন্তান হয়েছিল, কিন্তু হান্নার সন্তান হয়নি।"*** বিবাহ সম্বন্ধে বাইবেলের শিক্ষা হল এক স্বামীর এক স্ত্রী (আদি ২:২৪; ১করি ৭:২)। কিন্তু আমরা বাইবেলে এমন অনেক বিশিষ্ট চরিত্রকে দেখতে পাই, যারা বিবাহ সম্বন্ধে এই নিয়মকে লঙ্ঘন করে একাধিক স্ত্রীলোককে বিবাহ করেছিল, তাদের এই সমস্ত একাধিক বিবাহের পেছনে যে দুটি কারণ সাধারণতঃ আমাদের চোখে পড়ে, তা হল, (১) দাউদ বা শলোমনের মতো রাজাদের ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ফায়দা লাভের কারণে, এবং (২) অন্যদের ক্ষেত্রে, সন্তান উৎপাদনের ইচ্ছায়। এখন, বাইবেল যদিও সেই সমস্ত ব্যক্তির বহুবিবাহের সত্যকে অস্বীকার করে না, তা বাস্তবতা তুলে ধরে; কিন্তু বাইবেল কখনও বহুবিবাহকে অনুমোদন বা সমর্থন করে না। পরিবর্তে, বহুবিবাহের ফলস্বরূপ উদ্ভুত বিভিন্ন সমস্যার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। ধরা যেতে পারে, ইল্কানা প্রথমে হান্নাকে বিয়ে করেছিল; কিন্তু হান্না মা না হতে পারায়, ইল্কানা পিতা হবার ইচ্ছায় পনিন্নাকে বিয়ে করেছিল।

সেই সময় স্ত্রী হিসাবে প্রধান ভূমিকা ছিল সন্তান জন্ম

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

দেওয়া। তাই, নিঃসন্তান হওয়াকে ঈশ্বরের অভিশাপ হিসাবে ব্যাখ্যা করা হত; তাই, হান্নাকে অন্যরা নিচু চোখে দেখত। কিন্তু হান্না একা নয়, বাইবেলে আমরা একাধিক বিশ্বাসীনী স্ত্রীলোককে পাই, যারা বন্ধ্যত্বের যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়েছে: অব্রাহামের স্ত্রী সারা, ইস্হাকের স্ত্রী রাহেল, যোহন বাপ্তাইজকের মা ইলীশাবেথ, ইত্যাদি।

৩ পদের কথানুসারে, ইল্কানা তার দুই স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিবৎসর সদাপ্রভুর আরাধনা করতে শীলোতে যেত, যা ছিল তাদের নগর থেকে প্রায় ২০ মাইলের পথ। এর আগে আমরা সেই সময়কার ইস্রায়েলের সামাজিক, নৈতিক, ও ধর্মীয় অধঃপতনের বিষয় শিখেছি; কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হল, এমন প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও কিন্তু ইল্কানা ঈশ্বর আরাধনাকে অবহেলা করেনি। কেবল তা-ই নয়, ৩ পদ এলির দুই পুত্র হফ্নি ও পিনহসের কথা আমাদের বলে, যাদের কপটতা ও মন্দতার কথা ইস্রায়েলের সকলের জানা ছিল (১শমূ ২:১২-১৭, ২২-৩৬)। তাদের মন্দতার অজুহাত দেখিয়েও কিন্তু ইল্কানা ঈশ্বর আরাধনা থেকে নিজেকে পৃথক করেনি।

৪-৮ পদে আমরা দেখতে পাই, বন্ধ্যা হবার কারণে সতীন পনিন্নার দ্বারা হান্না কীভাবে অত্যাচারিতা হয়েছে। একই ধরণের দুঃব্যবহার বা অত্যাচারের কথা আমরা সারার প্রতি হাগারের দ্বারা (আদি ১৬:৪) এবং রাহেলের প্রতি লেয়ার দ্বারা (আদি ৩০:১-২৪) সাধিত হতে দেখতে পাই। কিন্তু সতীনের দুঃব্যবহারের থেকেও যে কারণে হান্নার ব্যথা কষ্টকর ছিল, তা হল *"সদাপ্রভু তার গর্ভ রোধ করেছিলেন"* (৫ পদ)। এ কথার অর্থ, হান্না যে সমস্যায় কষ্ট পাচ্ছে, তা স্বয়ং ঈশ্বর তাকে দিয়েছেন। এই বিষয়টা শিক্ষা করা ও গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে খুব কষ্টের। ঈশ্বর নিজে আমাদের জীবনে বিভিন্ন সমস্যা দিয়ে থাকেন। আমাদের জীবনের সমস্ত পরিস্থিতির পিছনে সার্বভৌম ঈশ্বর কাজ করে চলেছেন। আমরা প্রকৃতপক্ষে এ কথা বিশ্বাস করতে চাই না। আমরা আমাদের জীবনের বিভিন্ন সমস্যার জন্য শয়তানকে অথবা অন্যদেরকে দায়ী করতে পছন্দ করি। কিন্তু শাস্ত্র আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, ঈশ্বরই আমাদের জীবনে সমস্ত বিষয়ের অনুমতি দিয়ে থাকেন, তা আপাত দৃষ্টিতে ভালো বা মন্দ হতে পারে। তাই, প্রকৃত বিশ্বাসী আমাদের উচিৎ আমাদের জীবনের সমস্ত বিষয়ের জন্য ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে, ইয়োবের মতো এই কথা বলা: *"আমরা ঈশ্বর থেকে কি মঙ্গলই গ্রহণ করব, অমঙ্গল গ্রহণ করব না?"* (ইয়োব ২:১০)।

৬ ও ৭ পদে আমরা দেখতে পাই, হান্নার বন্ধ্যত্বের কারণে পনিন্না তাকে কীভাবে তুচ্ছজ্ঞান করেছে, মানসিক যন্ত্রণা দেবার জন্য তাকে বিরক্ত করেছে। কিন্তু হান্না তার সতীনকে কড়া ভাষায় প্রতিবাদ করেনি, কিম্বা স্বামীর কাছে সতীনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বা নালিশ জানায়নি। হান্না যে কাজটি করেছে, তা হল, ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে হান্না কেবল ঈশ্বরের কাছেই দুঃখের কথা জানিয়েছে, কেঁদেছে। হ্যাঁ, স্বামী হিসাবে ইল্কানা হান্নাকে সান্ত্বনা জানিয়েছে (৮ পদ), ঠিক কথা, কিন্তু হান্নার মধ্যে মা হবার যে আকাঙ্ক্ষা, তার গভীরতা উপলব্ধি করা ইল্কানার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু ঈশ্বরও কি হান্নার দুঃখ উপলব্ধি করতে পারেন না?

২। সমস্যার মুকাবিলা (৯-১৮ পদ): বিশ্বাসী আমাদের জীবনে অন্যদের ন্যায় সমস্যা থাকতেই পারে, কিন্তু সমস্যাই আমাদের জীবনে শেষ কথা নয়। বিশ্বাসী আমাদের জীবনে ঈশ্বরের অনুগ্রহই শেষ কথা। তাই, পৌল তার বিভিন্ন তাড়নার কথা বলার পর এমন কথা বলেছে, *"আমি বরং অতিশয় আনন্দের সঙ্গে নানা দুর্বলতায় শ্লাঘা করব, যেন খ্রীস্টের শক্তি আমার উপরে অবস্থিতি করে। এই কারণে, খ্রীস্টের জন্য নানা দুর্বলতা, অপমান, অনাটন, তাড়না, সঙ্কট ঘটলে আমি আনন্দিত হই, কারণ আমি যখন দুর্বল, তখনই বলবান"* (২করি ১২:৯-১০)। আবার গীত ১১৯:৭১ পদে গীতরচক লিখেছে, *"আমি যে দুঃখার্ত হয়েছি, এ আমার পক্ষে উত্তম, যেন আমি তোমার বিধি শিখতে পাই।"*

১০-১১ পদে, হান্নার দ্বারা ঈশ্বর আরাধনা ও প্রার্থনাকে বর্ণনা করা হয়েছে। তাড়না, ব্যথা-বেদনা বা অত্যাচারের গভীরতা থেকে যখন প্রার্থনা বেরিয়ে আসে, তখন তা আমাদের গতানুগতিক প্রার্থনা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। চোখে যখন জল থাকে, তখন আমাদের প্রার্থনা লোকদের শোনানোর জন্য নয়, কিন্তু হৃদয়

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

থেকে বেরিয়ে আসে। তিক্তপ্রাণে হান্না কেবল কথা দিয়ে প্রার্থনা করেনি, প্রার্থনা করতে হয় বলে করেনি, কেউ তাকে প্রার্থনা করতে বলেছে বলে করেনি; কিন্তু সে তার সমস্ত মন-প্রাণ-হৃদয় দিয়ে বাহিনীগণের সদাপ্রভুর (যাঁর আদেশ পালন করার জন্য স্বর্গের সমস্ত দূত প্রস্তুত হয়ে আছে) কাছে তার ইচ্ছার কথা জানিয়েছে।

হান্নার প্রার্থনার মধ্যে একটি মানত, ব্রত বা প্রতিজ্ঞার কথা বলা হয়েছে। সেই প্রতিজ্ঞাটি হল, ঈশ্বর যদি একটি পুত্রসন্তান দিয়ে হান্নার প্রার্থনার উত্তর দেন, তাহলে হান্না তাকে চিরকালের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করবে। অর্থাৎ, হান্নার সন্তান লেবী বংশীয় যাজক হয়ে পবিত্র স্থানে প্রভুর সেবা করবে এবং সদাপ্রভুর উদ্দেশে পৃথকীকৃত বা নাসরীয় হয়ে থাকবে (চুল কাটবে না, দাক্ষারস পান করবে না, মৃতদেহ থেকে দূরে থাকবে, গণনা ৬:১-২১)। হান্নার এই প্রার্থনা থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, বন্ধ্যত্বের যন্ত্রণা হান্নাকে এই সত্য উপলব্ধি দিয়েছে যে, ***"সন্তানেরা সদাপ্রভুদত্ত অধিকার, গর্ভের ফল তাঁর দত্ত পুরস্কার"*** (গীত ১২৭:৩)। তাই, আমাদের সন্তানদের প্রকৃত মালিক আমরা নই, কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর। আমরা সবাই তাঁর দেওয়া সন্তানদের প্রতি ধনাধ্যক্ষের *(steward)* কাজ করছি মাত্র; তাই পিতামাতা আমরা যতকাল তাদের আমাদের কাছে পাই, আমরা যেন প্রভুর হাতে ব্যবহৃত হবার জন্য তাদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা দিই ও প্রতিপালন করি।

১২ পদানুসারে, হান্নার এই প্রার্থনা চা-খাবার আগে এক মিনিটের প্রার্থনা ছিল না, পরিবর্তে ***দীর্ঘ প্রার্থনার*** কথা বলা হয়েছে। আবার ১৩ পদানুসারে, হান্না চীৎকার করে তার দুঃখের কথা ঈশ্বরকে জানায়নি; সে মনে মনে প্রার্থনা করেছে, তার ঠোঁট নড়ছিল, কিন্তু কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। তার প্রার্থনার কথা অন্যে শুনতে পাচ্ছিল না, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সে কিন্তু সেখানে প্রার্থনার ভান করে বসে বসে সময় কাটাচ্ছিল। কিন্তু হান্নার মুখ দেখে (১২ পদ) যাজক এলি, যে সদাপ্রভুর মন্দির-দ্বারের কাছে যাজক আসনে বসেছিল (৯ পদ), হান্নাকে ভুল বুঝেছিল (১৩ পদ)। এলি ভেবেছিল, হান্না দ্রাক্ষারস পান করে মাতাল হয়ে, মাতলামির কথা মুখ দিয়ে বিড়বিড় করছে। তখন হান্না এলিকে জানায় যে, সে মাতলামি করছে না, কিন্তু তার গভীর চিন্তা ও দুঃখের কথা ঈশ্বরকে জানাচ্ছে (১৬ পদ)।

হান্নার এই উত্তর শোনার পর, ১৮ পদে এলি হান্নাকে বলেছিল, ***"তুমি শান্তিতে যাও; ইস্রায়েলের ঈশ্বরের কাছে যা প্রার্থনা করলে, তা তিনি দিন।"*** হান্না নির্দিষ্ট কোন্ বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করেছিল, এলি তা জানত না (কিন্তু শমূয়েলের জন্মের পর সে যখন মায়ের দুধ খাওয়া শেষ করেছিল, এবং হান্না তাকে চিরদিনের জন্য সদাপ্রভুকে দিতে শীলোতে এনেছিল, তখন এলি এ সমস্ত জানতে পেরেছিল; ২৬-২৮ পদ)। যাইহোক, প্রধান যাজক হিসাবে সেদিন এলি যখন হান্নার প্রার্থনার প্রতি ঈশ্বরের যথার্থ উত্তর কামনা করেছিল, তখন হান্নার মনোভাব ও আচরণ সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল: ***"পরে সেহ স্ত্রী নিজের পথে চলে গেল, এবং ভোজন করল; তার মুখ আর বিষন্ন থাকল না।"*** মরিয়ম যেমন গাব্রিয়েলের দ্বারা কথিত বাক্যে বিশ্বাস করেছিল (লুক ১৪:৫), হান্নাও এলির দ্বারা উচ্চারিত এই আশিসবচনে বিশ্বাস করেছিল, তাই এই পরিবর্তন সে লাভ করেছিল।

বিশ্বাসী আমরা যখন আমাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা প্রার্থনার দ্বারা ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত করি, তখন আমাদের প্রয়োজন এই কথা বিশ্বাস করা যে, তিনি তাঁর ইচ্ছানুসারে সেই প্রার্থনার উত্তর এমনভাবে দেবেন যে, ***"আমাদের পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে একসঙ্গে কাজ করবে"*** (রোমীয় ৮:২৮)। আর তার ফলস্বরূপ, ***"সমস্ত চিন্তা অতিক্রম করে ঈশ্বরের যে শান্তি, তা আমাদের হৃদয় ও মন খ্রীস্ট যীশুতে রক্ষা করবে"*** (ফিলিপীয় ৪:৭)। আজ, বিশ্বাসী আমাদের মনোভাব ও আচরণ কী? আমরা কি আমাদের জীবনের বিভিন্ন সমস্যার জন্য ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানিয়ে চলেছি? না-কি, সেই সমস্ত বিষয়ের জন্য হান্নার ন্যায় অন্তর দিয়ে প্রভুর কাছে বিশ্বাসে প্রার্থনা করছি? এবং তার দ্বারা এই নিশ্চয়তা লাভ করছি যে, তিনি তাঁর পদ্ধতিতে উপযুক্ত সময়ে সদুত্তর দেবেন? তা কেবল তখন সম্ভব, যখন আমরা সত্যি সত্যি তাঁর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করি!!!

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com